মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিগত ০৬ নভেম্বর ২০১৪ তারিখ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনাসমুহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন ফেব্রুয়ারি/২০১৭।

ক্রঃ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	অন্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টতা	মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মন্তব্য/নির্দেশনা	মন্তব্য
১।	নতুন নতুন দুর্যোগ সম্পর্কে পূর্বেই যথাযথ প্রস্তুতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর		দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, বিভিন্ন প্রকল্প/কার্যক্রমের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে নতুন নতুন দুর্যোগ সম্পর্কে যথাযথ প্রস্তুতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। তাছাড়া, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কোর্সে গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে নতুন নতুন দুর্যোগ সম্পর্কে চিহ্নিত গবেষণালব্দ জ্ঞানের আলোকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর জনসচেতনামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। বর্তমানে নন-স্ট্রাকচারাল এবং স্ট্রাকচারাল দুর্যোগ প্রস্তুতির আওতায় ভূমিকম্প, সুনামি, ভূমিধ্বস, জলোচ্ছাস, বজ্রপাত ইত্যাদি দুর্যোগসহ অন্যান্য আকস্মিক দুর্যোগ মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। বজ্রপাত একটি প্রাকৃতিক বিষয়। আবহমানকাল থেকে বজ্রপাতের প্রকোপ বিদ্যমান রয়েছে। বজ্রপাতে কম/বেশী মৃত্যু ঘটে। সাম্প্রতিককালে বজ্রপাতের ফলে মৃতের সংখ্যা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধুমাত্র ২০১৬ সালের মে মাস পযর্ন্ত বাংলাদেশে ১৮৯ জন নিহত হয়। এ মন্ত্রণালয় বিষয়টির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। ২০/০৪/২০১৫ তারিখে বজ্রপাতকে দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ১৮ জুন, ২০১৬ তারিখে এর উপর একটি কর্মশালা করা হয়েছে। উক্ত কর্মশালাতে সরকারি কর্মকর্তা/ জনপ্রতিনিধি/ শিক্ষাবিদ/ এনজিও, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় ১৫০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সকলের মতামতের ভিত্তিতে বজ্রপাতে করণীয় সম্পর্কে একটি লিফলেট প্রণয়ন করে সারাদেশে বিলি করা হয়েছে। সংশোধিত SOD তেও বজ্রপাতকে অন্তর্ভুক্তকরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। নতুন করে আর কোন দুর্যোগ দেখা না দিলেও বাংলাদেশে প্রচলিত যে সকল দুর্যোগ মোকাবেলা করা হয়ে থাকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এ সকল দুর্যোগের প্রভাবেও পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।	গৃহীত পদক্ষেপের সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রেরণ করার জন্য ১৮ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০৩.০০.০০০০.০৭১.৯৯.০০১.২০১৬-১৮/৪(২) নং সংখ্যায় অনুরোধ করা হয়।	গৃহীত পদক্ষেপের সুনির্দিষ্ট তথ্য ইতোমধ্যে মার্চ/২০১৫ এবং ২৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে স্মারক নং ৫১.০০.০০০০.২২২.১৬.১৩ .১৪.১৯ এর প্রতিবেদনের সাথে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রঃ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	অন্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টতা	মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মন্তব্য/নির্দেশনা	মন্তব্য
				উদাহরণস্বরুপ অসময়ে বন্যা ,শিলাবৃষ্টি শৈত্যপ্রবাহ, জলোচ্ছাস, খরা ইত্যাদির প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও নতুন নতুন সিদ্ধান্ত প্রতিনিয়ত গ্রহণ করে দুর্যোগ নিয়ত্রণ করা হচ্ছে।		
২।	স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে। একই সাথে স্কুল, কলেজের ছাত্র/ছাত্রীদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণসহ তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর/সিপিপি	শিক্ষা মন্ত্রণালয়/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সিপিপি এর সহায়তায় নগর এবং উপকূলীয় এলাকায় সিপিপির আওতাভুক্ত ১৯টি জেলায় ১৩,১৪০ জন স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। বর্তমানে ৫৫২৬০ জন সিপিপি-এর স্বেচ্ছাসেবক নিয়জিত আছে। ২০১৫ সালে ToT on CBDP model with DDMC/CCDMC কোর্সের আওতায় ২৫০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। একই সাথে স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। সূত্রঃ ৫১.০০.০০০০.২২২.১৬.১৩.১৪-২৩, তারিখঃ ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ খ্রিঃ। স্মারক নং ৫১.০০.০০০০.৩১০.০৬.০০১১.১৭-১০, তারিখঃ ১৯ জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রিঃ।	কোন জেলায় কতটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে, কত জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, কত ঘন্টা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ও প্রশিক্ষণ দানে কত ব্যয় হয়েছে তা অবহিত করার জন্য ১০/০৩/২০১৫ তারিখের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০৩.০৭১.০০৬.৫১.০০.০০ ২.২০১৪-১৪০ নং সংখ্যায় অনুরোধ করা হয়।	বিস্তারিত বিবরণ ইতোমধ্যে মার্চ/২০১৫ ও ২৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে স্মারক নং ৫১.০০.০০০০.২২২.১৬.১৩ .১৪.১৯ এর প্রতিবেদনের সাথে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৩।	প্রভাবমুক্তভাবে বন্যা/ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রকৃত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে সেখানে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। উপকূলীয় এলাকায় এখন থেকে নির্মিতব্য স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ইউনিয়ন পরিষদ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার উপযোগী করে নির্মাণ করতে হবে। আশ্রয় কেন্দ্র স্বাভাবিক সময়ে	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	স্থানীয় সরকার বিভাগ/শিক্ষা মন্ত্রণালয়/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বন্যা/ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালার আলোকে বন্যা/ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন এবং আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ পর্যন্ত ১১৭টি, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং আরও ২২০টির কাজ নির্মাধীন আছে । বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র ১১২টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৪৩টির কেন্দ্রের নিমার্ণ কাজ চলমান আছে। আরও ৪০০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় নির্মিতব্য স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ইউনিয়ন পরিষদগুলো আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার উপযোগী করে নির্মাণ করা সংক্রান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে অবহিত করা হয়েছে। সূত্রঃ ৫১.০০.০০০০.২১১.১৮.০৫৫.১৪-৮৩, ৮৪, ৮৬, ৯৩, তারিখঃ ২০.০১.২০১৫	নির্মিত/নির্মাণধীন আশ্রয় কেন্দ্রের তালিকা প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো এবং উক্ত আশ্রয়কেন্দ্র দুর্যোগের সময় ব্যতীত অন্য সময় কী কাজে ব্যবহৃত হয় তা জানানোর জন্য ১০/০৩/২০১৫ তারিখের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০৩.০৭১.০০৬.৫১.০০.০০ ২.২০১৪-১৪০ নং সংখ্যায় অনুরোধ করা হয়।	সকল দুর্যোগে আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ব্যবহৃত হয়। দুর্যোগ সময় ব্যতীত সাধারণতঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক কাজে ব্যবহৃত হয়। বিস্তারিত বিবরণী মার্চ/২০১৫ এবং ২৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে স্মারক নং ৫১.০০.০০০০.২২২.১৬.১৩ .১৪.১৯ এর প্রতিবেদনের সাথে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রঃ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	অন্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টতা	মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মন্তব্য/নির্দেশনা	মন্তব্য
	ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থার দলিল-দস্তাবেজ, বইপত্র, সরঞ্জাম রাখার জন্য নতুন নির্মিত আশ্রয় কেন্দ্রে স্টোরের ব্যবস্থা রাখতে হবে।					
৪।	মায়ানমার থেকে আসা শরণার্থীদের আবাসন অসুবিধা ও মানবিক বিষয় বিবেচনাক্রমে পর্যটন শিল্পের সুবিধার্থে কক্সবাজার থেকে দেশের মধ্যে নোয়াখালীর কোনো চরাঞ্চল বা অন্য কোনো স্থানে স্থানান্তর করা।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/শরনার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, কক্সবাজার	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত মায়ানমার শরনার্থীদের নোয়াখালী জেলার নতুন চরগুলোতে কিংবা অনুরুপ জায়গায় স্থানান্তরের বিষয়ে এ মন্ত্রণালয় হতে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।		বিস্তারিত হালনাগাদ তথ্য ২৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে স্মারক নং ৫১.০০.০০০০.২২২.১৬.১৩ .১৪.১৯ এর প্রতিবেদনের সাথে প্রেরণ করা হয়েছে।
৫।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বিগত ২৫-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে নবগঠিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের জন্য ৭,০৭১টি পদ সৃজনের যথাযথ প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রস্তাবটি অধিকতর যাচাইবাছাইপূর্বক - নির্দেশ /বাস্তবতার নিরীখে পদ সৃজনের পরামর্শ নির্দেশনা প্রদান করে। পরামর্শ মোতাবেক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের প্রস্তাবটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক পর্যালোচনা করে বাস্তবমূখী করার জন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অর্গানোগ্রামটি চূড়ান্তকরণে সংশ্লিষ্টদের মতামত গ্রহণের বিষয়টি আলোচিত হয়। এ বিষয়ে আগামী সভায় সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত গ্রহণ ও পর্যালোচনা করে বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে।		২৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে স্মারক নং ৫১.০০.০০০০.২২২.১৬.১৩ .১৪.১৯ এর প্রতিবেদনের সাথে প্রেরণ করা হয়েছে।
৬।	নদী ভাঙনে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করে খাস জমিতে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহনির্মাণ করে পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (আশ্রয়ন প্রকল্প)/ভূমি মন্ত্রণালয়	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেশের ভূমিহীন ,ছিন্নমূল , অসহায় দরিদ্র অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনের ১৯৯৭ সাল থেকে আশ্রয়ন প্রকেল্পরকার্যক্রম চলমান রয়েছে। উপজেলা ও জেলা টাস্কফোর্স কমিটি সংশ্লিষ্ট এলাকার ভূমিহীন গৃহহীন পরিবারের চাহিদার আলোকে- তাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রস্তাব প্রেরণ করলে আশ্রয়ন প্রকল্প হতে ব্যারাক নির্মাণ করে তাদেরকে পুনবার্সন করা হয়। আশ্রয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে ১,৩২,০০০ টি পরিবারকে পুনবার্সন করা হয়েছে।		২৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে স্মারক নং ৫১.০০.০০০০.২২২.১৬.১৩ .১৪.১৯ এর প্রতিবেদনের সাথে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রঃ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	অন্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টতা	মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মন্তব্য/নির্দেশনা	মন্তব্য
	করতে হবে।			আরও পরিবার পুনবার্সনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে যার মাধ্যমে ২০১৭ সালের মধ্যে আরও ১৮০০০ পরিবার পর্নবার্সন কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। উল্লেখ্য যে,বর্তমান প্রকল্পের মেয়াদ ২০১৭ সালে শেষ হবে। যেহেতু সারাদেশে এখনও অনেক গৃহহীন পরিবার রয়েছে, সেহেতু একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের কাজ শুরু করা হয়েছে যা ২০১৮ থেকে ৫ বছরের জন্য গৃহীত হবে এবং যার মাধ্যমে আরও ৫০,০০০ পরিবার পুনবার্সনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হবে।		
৭।	আলোকিত বাংলাদেশ গড়ার জন্য টিআর/কাবিখা প্রকল্পের মাধ্যমে সোলার প্যানেল স্থাপনের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	বিদ্যুৎ বিভাগ	গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণবেক্ষণ সংস্কার/ কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দকৃত (নগদ টাকা/খাদ্যশস্য-কাবিখা/টিআর) ৫০% অর্থে সোলার প্যানেল ও বায়োগ্যাস প্রকল্পে বরাদ্দ করা হয়েছে। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা সারা দেশে ইডকল এর মাধ্যমে ২,৯৬,৭১৮টি সোলার হোম সিস্টেম/বায়োগ্যাস স্থাপন করা হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে উক্ত কার্যক্রমের আওতায় নভেম্বর ২০১৬ মাসে ৫৯৫,৬৩,৯৯,৭৮৮/- টাকা ছাড় করা হয়েছে। বর্তমানে সোলার সিষ্টেম বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সূত্রঃ ৫১.০০.০০০০.৪২২.২২.০০০১.১৫.১২৪. তারিখঃ ০৩-০৪-২০১৬।	নির্দেশিকার কপি প্রেরণ করার জন্য ১০/০৩/২০১৫ তারিখের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০৩.০৭১.০০৬.৫১.০০.০০ ২.২০১৪-১৪০ নং সংখ্যায় অনুরোধ করা হয়।	সর্বশেষ জারিকৃত নির্দেশিকার কপি ইতোপূর্বে প্রেরণ করা হয়েছে। ২৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে স্মারক নং ৫১.০০.০০০০.২২২.১৬.১৩ .১৪.১৯ এর প্রতিবেদনের সাথে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮।	প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দ্রুত দুর্যোগ সতর্ক বার্তা প্রচার কার্যক্রম টোল ফ্রি করার বিষয়টি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও বিটিআরসি পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	ডাক, টেলিযোগাযোগ বিভাগ/তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ/বিটিআর সি	**মোবাইল ফোনে দুর্যোগের আগাম তথ্য জানার জন্য টোল ফ্রি ১০৯০ নম্বরঃ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দুর্যোগের** চাহিদা মোতাবেক অবহিতকরণের জন্য Interactive Voice Response (IVR) পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। যে কোন মোবাইল ফোন হতে ১০৯০ টোল ফ্রি নম্বরে ডায়াল করে ১ ডায়াল করলে সমুদ্রগামী জেলেদের জন্য আবহাওয়া বার্তা; ২ ডায়াল করলে নদী বন্দরসমূহের জন্য সর্তক সংকেত; ৩ ডায়াল করলে দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা; ৪ ডায়াল করলে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত; ৫ ডায়াল করলে দেশের বন্যা তথা বিভিন্ন নদ/নদীর পানি হ্রাস বৃদ্ধির অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য অবহিত হওয়া যাবে। ঘূর্ণিঝড় “রোয়ানু” আঘাত হানার পূর্বে ১৮-২১ মে ২০১৬ সময়ে প্রায় ১ লক্ষ ১৩ হাজার জন IVR ব্যবহার করে দুর্যোগের আগাম সর্তকবার্তা সংগ্রহ করেছেন। ২০১৩ সালের মে মাসে ঘূর্ণিঝড় “মহাসেন” এর সময় ৬২ হাজার লোক IVR ব্যবহার করে দুর্যোগের সতর্কবার্তা অবহিত হয়েছেন।		২৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে স্মারক নং ৫১.০০.০০০০.২২২.১৬.১৩ .১৪.১৯ এর প্রতিবেদনের সাথে প্রেরণ করা হয়েছে।
৯।	দুর্যোগকালে কাজের সমন্বয় ও দ্রুত সাড়া প্রদানের সুবিধার্থে ফায়ার	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	দুর্যোগকালে কাজের সমন্বয় ও দ্রুত সাড়া প্রদানের সুবিধার্থে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং আবহাওয়া অধিদপ্তরকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে কাজ করার বিষয়টি পরীক্ষা করার নির্দেশনাটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করা হয়েছে। গত ১০		২৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে স্মারক নং ৫১.০০.০০০০.২২২.১৬.১৩

ক্রঃ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	অন্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টতা	মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মন্তব্য/নির্দেশনা	মন্তব্য
	সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং আবহাওয়া অধিদপ্তরকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে কাজ করার বিষয়টি পরীক্ষা করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।		(ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর)/ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (আবহাওয়া অধিদপ্তর)	মে ২০১৫ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সভা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতবেক ১৬ জুন/২০১৫ এ মন্ত্রণালয়ে বক্তব্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রি পরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে মাননীয় মন্ত্রী পর্যায়ে আলোচনার সময় নির্ধারণের জন্য নথি উপস্থাপনে আছে।		.১৪.১৯ এর প্রতিবেদনের সাথে প্রেরণ করা হয়েছে।
১০।	দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস মোকাবেলার জন্য সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ম্যানগ্রোভ বন সৃজনে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সামুদ্রিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস মোকাবেলা, উপকূলীয় এলাকাজুড়ে গ্রীণ বেল্ট তৈরীর লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত নিম্নোক্ত স্ট্রীপ বাগান সৃজন করা হয়েছে। ৩৫২৯ হেক্টর ম্যানগ্রোভ ও গোলপাতা বনায়ন ৩০০ ঝাউ বাগান, বাঁশ বাগানসহ অন্যান্য নন-ম্যানগ্রোভ, বনায়ন এবং ৩৭১ কিঃমিঃ স্ট্রীপ বন সৃজন করা হয়েছে। চলতি ২০১৪-২০১৫ আর্থিক সালে উপকূলে জুড়ে, ৫৮২০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। বন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ও বাস্তবায়িতব্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় জেলা কক্সকাজার,চট্রগ্রাম,ফেণী, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, বরিশাল, এ আগামী ৫ বছরে ৩৩,৪২০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বনায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে ৫৮২০ হেক্টর চলতি সালে সম্পন্ন করা হবে।		২৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে স্মারক নং ৫১.০০.০০০০.২২২.১৬.১৩ .১৪.১৯ এর প্রতিবেদনের সাথে প্রেরণ করা হয়েছে।
১১।	কক্সবাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহৃত এলাকার বাইরে অবৈধভাবে বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের তালিকা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে দ্রুত প্রস্তুত করে সে বিষয়ে যথাযথ	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/শরনার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, কক্সবাজার	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)	কক্সবাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহৃত এলাকার বাইরে অবৈধভাবে বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের তালিকা তৈরির বিষয়টি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন হচ্ছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জানা যায় গণনার কাজ শুরু হয়েছে, শেষ হতে আরও ৬ মাস সময় লাগবে।		ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক অনিবন্ধিত মিয়ানমার নাগরিকগণের শুমারির কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ২৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে স্মারক নং ৫১.০০.০০০০.২২২.১৬.১৩ .১৪.১৯ এ প্রতিবেদনটি

ক্রঃ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	অন্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টতা	মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মন্তব্য/নির্দেশনা	মন্তব্য
	ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তালিকা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করবে।					প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রঃ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থা	অন্য মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টতা	মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মন্তব্য/নির্দেশনা	মন্তব্য
১২।	ঢাকা শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত অবাঙ্গালী বিহারিদের আবাসনের অসুবিধা, নিরাপত্তা ঝুঁকি এবং মানবিক বিষয় বিবেচনাক্রমে তাঁদেরকে ঢাকার পার্শ্ববর্তী অন্য কোনো সুবিধাজনক স্থানে স্থানান্তরের জন্য মন্ত্রপরিষদ বিভাগ ও স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ত্রাণ ও মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (জেলা প্রশাসক, ঢাকা)/ স্থানীয় সরকার বিভাগ	৫১.০১.৩৩৩৩.০০০.১৬.০০১.১৫/৫০১ নং স্মারকে মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক সুনিদিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে অবাংগালী ক্যাম্পে বসবাসরত বিহারীদের সংখ্যা, পরিবার সংখ্যা, প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ ও আবাসনের ধরণ ইত্যাদি অবহিত করতে অনুরোধ করেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ০১-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৫১.০০.০০০০.৪১০.০৬.০০৩.১৫.৫০৫ নং স্মারকে এ অধিদপ্তরকে ঢাকা শহরে বসবাসরত অবাংগালী বিহারীদের সংখ্যা, অবহতি করতে অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক এ অধিদপ্তরের ১১-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ৫১.০০.০০০০.০১৫.০৬.০০৫.১৩.৭৯৯ নং স্মারকে ঢাকা শহরের মোহাম্মদপুর ও মিরপুর এলাকায় অবস্থিত অবাংগালী(বিহারী) ক্যাম্প পরিচালনা কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত তথ্য মতে মোট ৫টি ক্যাম্পে ২৪,২১২টি পরিবারে ১,০৮,০৪৯ জন লোককে পুনর্বাসন করতে প্রতি পরিবার ০৩ শতাংশ হারে মোট ৭২৬ একর জমির প্রয়োজন হবে মর্মে জানানো হয়। পরবর্তীতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ২০-০৪-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ৫১.০০.০০০০.৪১০.০৬.০০৩.১৫.১৭৪ নং স্মারকে অবাংগালী বিহারীদের ঢাকার পাশ্ববর্তী জেলায় পুনর্বাসন করার বিষয়ে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে উল্লেখ করে জরুরী ভিত্তিতে ঢাকার পার্শ্ববর্তী গাজীপুর জেলা ও ঢাকার কেরাণীগঞ্জে বিহারীদের পুনর্বাসন করার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণ করতে অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক অধিদপ্তরের ২৭-০৪-২০১৬ খ্রিঃ তারিখের ৫১.০০.০০০০.০১৫.০৬.০০৫.১৩.১৭৮ নং স্মারকে আলোচ্য বিষয়ে সুনিদিষ্ট ,প্রস্তাব এ অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে জেলা প্রশাসক ঢাকা এবং জেলা প্রশাসক, গাজীপুরকে অনুরোধ করা হয়। এখন পযর্ন্ত কোন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রণালয় হতেও গত ২১-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৫১.০০.০০০০.৪১০.০৬.০০৩.১৫.৪১২ নং স্মারকে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সদয় নির্দেশ বাস্তবায়নের নিমিত্ত ঢাকার পাশ্ববর্তী কোন সুবিধাজনক উপযুক্ত স্হান নির্বাচন পূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে সরাসরি জেলা প্রশাসক, ঢাকা এবং জেলা প্রশাসক, গাজীপুরকে অনুরোধ করা হয়েছে।		২৩ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে স্মারক নং ৫১.০০.০০০০.২২২.১৬.১৩ .১৪.১৯ এর প্রতিবেদনের সাথে প্রেরণ করা হয়েছে।